ঢাবিতে কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ, আহত শতাধিক

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ১৮:১৩, ১৫ জুলাই ২০২৪; আপডেট: ১৮:১৭, ১৫ জুলাই ২০২৪

নারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোটাবিরোধী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষে শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাদেরকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

UNIBOTS

সোমবার (১৫ জুলাই) টিএসসিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত শিক্ষার্থীদের সমাবেশ চলার মধ্যেই বিকাল তিনটার দিকে বিজয় একাত্তর হলের সামনে সংঘর্ষের সূচনা হয়। আন্দোলনকারী

শিক্ষার্থীদের একটি দল বিজয় একাত্তর হলে প্রবেশ করতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হয়। এ নিয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়।

হাসপাতাল টিকিট কাউন্টার সূত্রে জানা যায়, বিকাল ৩টার পর থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আহত শতাধিক শিক্ষার্থী বা আন্দোলনকারীরা এসেছেন। আহতদের মধ্য নারী শিক্ষার্থীরাও রয়েছেন। তাদেরকে জরুরি বিভাগের নিউরোসার্জারি ও ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

জানা যায়, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের একপর্যায়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনের জায়গা থেকে পিছু হটেন। তাঁদের একটি দল ফুলার রোড হয়ে এবং আরেকটি দল স্যার এ এফ রহমান হলের সামনের রাস্তা দিয়ে নীলক্ষেতের দিকে সরে যায়। অপর দিকে বিজয় একাত্তর হলের সামনে ছাত্রলীগ নেতা–কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ চালিয়ে আসা শিক্ষার্থীরাও বিকেল চারটার দিকে পিছু হটেন। শিক্ষার্থীরা যখন পিছু হটছিলেন, তখন সামনে যাকে পান, তার ওপর হামলা চালান ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা। এ সময় অনেক শিক্ষার্থী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের লাঠির আঘাতে আহত হয়েছেন।

এদিকে, কোটা আন্দোলনের জেরে ইডেন কলেজের ভেতরে শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তাদের মধ্যে অন্তত চারজনকে ঢামেকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তারা হলেন হলেন- মার্কেটিংয়ের মাস্টার্সের ছাত্রী ও সমাজতান্ত্রীক ছাত্রফন্টের ইডেন কলেজ শাখা সভাপতি শাহিনুর সুমি (২৮), ম্যানেজমেন্টের সায়মা (২৫), রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম বর্ষের তামান্না (২২) ও ২য় বর্ষের সানজিদা (২১)।

আহতরা ও তাদের সহপাঠীরা জানান, চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনে তারা অংশ নিয়ে আসছিলেন। আজ যখন তারা টিএসসিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে যাবেন সে সময় ইডেনের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কলেজের ভেতর তাদের উপর চড়াও হয়। একপর্যায়ে তাদেরকে মারধর করে। মোবাইল ফোন দিয়ে সুমির মাথায় আঘাত করে। সহপাঠীরা প্রথমে তাদেরকে উদ্ধার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে পরবর্তীতে তাদেরকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়।

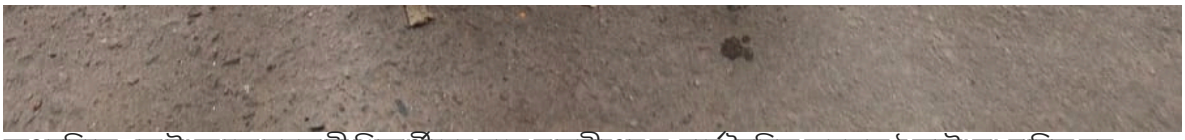

অপরদিকে, কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষে দৈনিক জনককণ্ঠ ফটো সাংবাদিক সহ কয়েকটি গণমাধ্যমের বেশ কয়েকজন আহত হওয়ারও ঘটনা ঘটেছে।